শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব-সুধা

অর্থাৎ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মাহাত্ম্য।

জগন্নাথ ধাম—পুরী।

পণ্ডিত শ্রীরামসহায় অবস্থি দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৩২২।

শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব-সুধা।

অর্থাৎ

শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব

-০:*:০-

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীগণেশায় নমঃ। সরস্বত্যৈ নমঃ। বিমলায়ৈ নমঃ।

সিদ্ধিদাতা গণপতি করিয়া স্মরণ,—
ধ্যান করি সদা আমি সারদার পদে।
জগদীশ গুণগান সদা চাহে প্রাণে,—
ভাষায় রচিব আজি শঙ্কর প্রসাদে॥

একদা নৈমিষারণ্যে যাবতীয় মুনিগণ সমবেত হইয়া সকলে একবাক্যে সূতগোস্বামীকে কহিলেন। হে মুনিবর! আপনি সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী সমস্ত তীর্থের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন, এজন্য আমরা ইচ্ছা করি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক পরম পবিত্র আনন্দ-জ্ঞানবর্দ্ধক (পুরুষোত্তম) অর্থাৎ জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন। যেস্থানে বিষ্ণু ভগবান নরলীলা করিবার জন্য দারুময় (অর্থাৎ কাষ্ঠমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যাঁহাকে দর্শন করিলে জীবগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সাধন ও মুক্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। হে মুনে! কি জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ঐ স্থানে দারুময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ইহার সমস্ত বিবরণ আমাকে বর্ণনা করুন। ঋষিগণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত মুনি কহিলেন, আপনাদিগের প্রশ্নে আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি; এই সমস্ত প্রশ্ন সাধারণের হিতজনক, আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ

করুন। যদ্যপি ভগবান সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব পাপনাশক, তথাপি জগন্নাথক্ষেত্রে সর্ব্বব্যাপী দীন হিতকারী দারুময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং এই জগন্নাথক্ষেত্র হিন্দুদিগের প্রধান পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে যেমন অত্যন্ত গুপ্ত মহাপাপ সকল ধ্বংশ হয় এবং তদ্রূপ পুণ্যেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই পরম পবিত্র জগদীশ ক্ষেত্র উৎকল বা উড়িষ্যা দেশে বিরাজিত আছে এই পুণ্যতীর্থ সমুদ্রতীরে বালুকারাশির উপরে দশ যোজন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে নীল পর্ব্বত, মহানদীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া, উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাকে পতিতপাবন জগন্নাথক্ষেত্র বলে। এই তীর্থের প্রত্যেক স্থান দর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-প্রদায়িনী, হে মুনিগণ! এই পুণ্যক্ষেত্রে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সর্ব্বদা শান্তিরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন এই ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী তীর্থ সাধারণ লোকে যাইতেছেন এবং এই তীর্থ পবিত্র নির্ম্মল বুদ্ধিসম্পন্ন বিষ্ণু প্রেমাশক্ত বৈষ্ণবগণও অনন্ত পাপী দুরাচারী মানবগণও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন এবং বৈতরণী নদীতে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কলাপপূর্ব্বক বৈতরণীর তটবাসিনী বিরজা দেবীর দর্শন ও পূজা করিয়া লোকমাত্রই বাঞ্ছাতীত ফল পাইতে-ছেন; এই পুণ্যতীর্থের নাম নাভি-গয়াক্ষেত্র। ইহা যাজপুরে বিরাজিত রহিয়াছে এবং আম্রকাননে পরম সুন্দর এক পরম পবিত্র বিন্দুহ্রদ নামক সরোবরে স্নানকরতঃ ঈশ্বর কৈলাসপতি শঙ্কর তুল্য বিশাল হরিহর দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবের অনন্ত পাতক হইতে মুক্তি পাইতেছে এবং অর্কক্ষেত্রে পৌছিয়া চন্দ্রভাগা নদীর নির্ম্মল সলিলে স্নানকরতঃ ঈশ্বর ভাস্কর সূর্য্যনারায়ণ দেবের

প্রচণ্ড তেজোময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবে জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও অনন্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে। এই দশ যোজনের মধ্যে নীল পর্ব্বত রহিয়াছে; ঐ পর্ব্বত দেখিলে পৃথিবীর একটি স্তম্ভের ন্যায় জ্ঞান হয়। এই পর্ব্বতের উপর তিন ক্রোশ পরিব্যাপ্ত সংখ্যাকর শঙ্খোদর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবান্ জগন্নাথদেবের মন্দির সংস্থাপিত রহিয়াছে। এখানে সাক্ষাৎ বিষ্ণুসদৃশ কল্পতরু বিরাজ করিতেছে। এই বৃক্ষের নিম্নে বায়ুকোণে সুবিখ্যাত রোহিণী-কুণ্ড রহিয়াছে, যাহার দর্শনে ও স্পর্শনে জীবগণের মন প্রাণ পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হয় এবং যাঁহার দ্বারা প্রাণীগণ আপন চর্ম্মচক্ষে নীল-ধ্বজ ভগবান্ দর্শন পাইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। ঐ কল্পতরুর কিছু দূর বায়ুকোণে দেবরাজ মাধব এবং উহার দক্ষিণে নরসিংহ দেবের মন্দির আছে যাঁহার দর্শনের ফল অতি প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র-জনক; এই স্থানে লোকে জপ, তপ ও দানাদি ক্রিয়াকলাপ করিলে অসংখ্য গুণ ফলপ্রাপ্ত হয় উঁহার সম্মুখে পূর্ণরূপ ফলদাতা ও জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রদর্শক কামিক্ষ্যা অর্থাৎ ক্ষেত্রপাল দেবের মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার কিছুদূরে জীবের ভক্তি-মুক্তি-প্রদা-য়িনী বিমলা দেবী বিরাজমান আছেন এবং ঐ স্থানে মণিকর্ণিকা, কপাল-লোচন প্রভৃতি তীর্থ রহিয়াছে। যাঁহার দর্শনে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপধ্বংস হয় এবং সমুদ্রতীরে সচ্চিদানন্দ জগৎপিতা জগ-দীশ্বর কৈলাসপতি যমেশ্বর নামে বিখ্যাত রহিয়াছেন; যাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে কোটী শিবলিঙ্গের ফল প্রাপ্তি হয়। ইহার সন্নিকটে চামুণ্ডা কালী ও কল্পতরু আছেন মহাপ্রলয়েও যাঁহার নাশ নাই এই স্থানের দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গা ও মীনরূপী ভগবান্ জনার্দ্দন; শ্বেতরূপধারী মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। যাহা-

দিগকে দর্শন করিলে অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া মন পবিত্র ও পরিষ্কার হয় এবং অবিচলিত চিত্তে বিষ্ণু ভগবান্ চরণে ভক্তি শ্রদ্ধারূপ আসক্তি জন্মে। ইহার দর্শনে কর্ম্মক্ষেত্রজনিত মহা-পাতক দূরীভূত হইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে এবং ঐ কল্পতরুর নীচে বটেশ্বর ইহার কিছু অগ্রে পরমা সুন্দরী দ্বিতীয়া শক্তি মঙ্গলাদেবী ও দক্ষিণাভিমুখে সিদ্ধিদাতা গণপতি বিরাজমান করিতেছেন যাঁহার দর্শনে ও স্পর্শনে জীবগণের বিঘ্ন-নাশ হয়।

নীলগিরি পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে মারিচিকা দেবী বিরাজমান; ইহার ঈশানকোণে জগৎগুরু বিরূপাক্ষ ঈশাণেশ্বর মহাদেব সুশোভিত রহিয়াছেন; এই স্থানে অনাদি শক্তিসম্পন্না মহেশ্বরী-বিরজাদেবী বিরাজ করিতেছেন; এবং সংখ্যাকারের মধ্যভাগে বিষ্ণু ভগবান্ ও অগ্রভাগে নীলকণ্ঠ মহাদেব এবং পৃষ্ঠভাগে মঙ্গলা দেবী মূর্ত্তিমতী রহিয়াছেন। এই সংখ্যাকার ক্ষেত্রে বটবৃক্ষের বায়ুকোণে মহর্ষি মার্কণ্ডের আশ্রম ও মার্কণ্ডেয় তীর্থ (সরোবর) রহিয়াছে; এই তীর্থ মার্জ্জন ও স্নান করিলে জীবের দ্বিতীয়বার জন্ম হয় না, নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়। এই পরম পবিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীক্ষেত্র (জগন্নাথপুরী) সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত রহিয়াছে এবং নীলমাধব সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতাররূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে-ছেন। যাঁহার পূজা ও দর্শনাদির অভিলাষে প্রতিদিন দেবগণ স্বর্গ হইতে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন।

এই তীর্থের পশ্চিমে শবরায়ল অর্থাৎ শবর লোকদিগের শবর নামক স্থান আছে। এইস্থানে সুপ্রসিদ্ধ শবরাধিপতি বিশ্বা-বসু ভগবান্ নীলমাধব দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই জন্য শবর জাতীগণ অদ্যাবধি এই বৃহৎ স্থানের অধিকারী উক্ত প্রতিষ্ঠিত নীলমাধব দেবের কার্য্যকারী হন।

একদা সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, সংসাররূপ প্রলয় তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নীলাচল পর্ব্বতে বিষ্ণু ভগবানকে দর্শনকরতঃ বিস্মৃত ও চমৎকৃত হইয়া যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক ভগবানের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিতেছিলেন; এমন সময় দেখিতে পাই-লেন, ঐ স্থানে একটী দুর্ব্বল কাকপক্ষী তৃষ্ণাতুর হইয়া পবিত্র রোহিণী কুণ্ডে জলপান ও স্নানাদিপূর্ব্বক জগদীশ্বরের দর্শন মানসে, আনন্দে নিমগ্ন হইয়া এই স্বর্ণ বালুকাময় স্থানে দেহত্যাগ-পূর্ব্বক দেবদেহ ধারণ করিয়া বিষ্ণু ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ঐ ব্যাপার দেখিয়া বিচারপতি ধর্ম্মরাজ যম দুঃখিতভাবে এ স্থানে উপনীত হইলেন এবং ভগবানের যথাবিধি পূজা স্তবাদি করতঃ নিজ অধিকার ভ্রষ্ট জানাইয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান আছেন। ইহা দেখিয়া অন্তর্য্যামী ভগবান্ ঈষৎ হাস্যমুখে লক্ষ্মীদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আদ্যাশক্তি ভক্তবৎসলা জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবী ধর্ম্মরাজ যমকে বলিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যে নিমিত্ত তুমি দুঃখিতমনে আগমন করিয়াছ, তাহা আমি অবগত হইয়াছি সেজন্য তোমার ক্ষুব্ধ হইবার আবশ্যক নাই। কারণ এই জগন্নাথ-ক্ষেত্র সম্পূর্ণ সৃষ্টির বহির্ভূত; সুতরাং এই পুরুষোত্তম মহাবিষ্ণু ভগবানের প্রবল মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ক্ষুদ্রতম মায়া বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব এ ক্ষেত্রে তোমার শাসন চলিবে না। এই তীর্থবাসী প্রত্যেক জীবগণ ও পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি প্রত্যেক প্রাণীগণ তোমার শাসনের বহির্ভূত; ইহাদিগের উপর তোমার কোন অধিকার নাই। ইহারা সকলেই এইরূপ

মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। অতএব তুমি সন্তুষ্টচিত্তে স্বরাজ্যে প্রস্থান কর। হে সূর্য্যপুত্র! জগতবাসী জীবগণ যখন সমুদ্রাদি নানাতীর্থ পরিভ্রমণকরতঃ এই পরম পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র জগন্নাথ-পুরীতে আগমন করিয়া মহাবিষ্ণু নীলধ্বজ জগন্নাথদেবকে দর্শন করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদিগের সমস্ত পাপ মোচন হইয়া মুক্তি ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যম মহা-বিষ্ণু ভগবান্ ও আদ্যাশক্তি লক্ষ্মীদেবীকে যথাবিধি পূজা করিয়া নিবেদন করিলেন, হে জগন্মাতা আপনার বাক্যে আমার ঘোর সংশয় দূরীভূত হইয়াছে; এক্ষণে কৃপাপূর্ব্বক অধম সন্তানকে এই বর প্রদান করুন যেন ঐ রাজীব চরণকমলে এই পাপাত্মা সন্তান নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত হয়।

ভক্তবৎসলা লক্ষ্মী ভক্তের বচনে সন্তুষ্ট হওয়া গদগদ চিত্তে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! তোমার বাসনা পূর্ণ হউক। যমরাজ মহাশক্তি লক্ষ্মীদেবীর বচনে পূর্ণকাম হইয়া আনন্দিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে মুনিগণ! এই পবিত্র শ্রীক্ষেত্রে ভগবান্ বিষ্ণু মধ্যাহ্ন তপনরূপী দারুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নরলীলা করিবার জন্য বিরাজ করিতেছেন। এই তীর্থ ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়; এবং জগতের যাবতীয় তীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবগণ এই পুণ্য ক্ষেত্রে ভগবানের পূর্ণরূপ দর্শন করিয়া পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে।

ব্রহ্মা, রুদ্র, যম প্রভৃতি দেবগণ ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই পরম পবিত্র শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং এই স্থানে বাস করিবার জন্য

ব্রহ্মা, রুদ্র, যম ও মহর্ষি মার্কণ্ডের পর্য্যন্ত প্রার্থী; এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগন্নাথক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দেবকে দর্শন করিলে জীবগণ ভব সংসারে গমনাগমনজনিত ক্লেশরহিত হইয়া ভগবানে মিলিত হয় অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না; এই বলিয়া আদ্যাশক্তি লক্ষ্মীদেবী নিস্তব্ধ হইলেন।

ইতি শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব-সুধা প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সনকাদি ঋষিগণ এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া, শুকজীকে কহিলেন, এই অপূর্ব্ব গুপ্তক্ষেত্র জগন্নাথ-পুরী কিরূপে প্রকাশ হইল এবং কোন্ মহাত্মা এই দারুময়মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন যাহা সাধারণ সংসারী ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা শুনিবার জন্য আমরা অত্যন্ত উৎসুক হইতেছি, কৃপাপূর্ব্বক বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া শুকজী বলিলেন, হে ঋষিগণ! আমি এই পরম পবিত্র জগন্নাথ-ক্ষেত্রের শুভ-বারতা বর্ণনা করিতেছি আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। শতযুগ পূর্ব্বে এক সদাচারী সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মার পঞ্চম পীড়ির উত্তরাধিকারী, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, ধীশক্তি, অতুল ঐশ্বর্য্যশীল, প্রবল পরাক্রান্ত, সদা তপস্বী, পরম বৈষ্ণব, পিতৃভক্ত, প্রজাপালক, অতিথি পূজক ও সদ্গুণসম্পন্ন ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক মহীপতি নানারত্নযুক্ত অমরাবতী তুল্য মালব দেশের অন্তর্গত অবন্তীকাপুরী নামক নগরে বাস করিতেন। একদা রাজা, ব্রাহ্মণ ও রাজ-পুরোহিত তিনজনে মিলিয়া মন্দিরে ঈশ্বরারাধনা পূর্ব্বক বসিয়া আছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ এক পরম সুন্দর জটা-জুটধারী তপস্বী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গলবস্ত্রে প্রণামপূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া যথাবিধি পূজা

করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঋষিবর ! কি মানসে দাসের মন্দিরে সহসা আগমন এবং অধমের প্রতি কি আজ্ঞা হয় ? প্রকাশ পূর্ব্বক আমার চিন্তা দূর করুন। রাজার এইরূপ সদ্ব্যবহারে ঋষি সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, হে রাজন ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

একদা আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উড়িষ্যা দেশে সমুদ্রতীরে পরম পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম, এইস্থান অতি প্রশংসনীয় ; ভগবান নীলমাধব দেব প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান করিতেছে। অদ্যাবধি অরণ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। আমি প্রায় এক বৎসর কাল এই পবিত্র তীর্থস্থানে বাস করিয়া দেখিলাম প্রতিদিন রাত্রিকালে দেবগণ স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই পরম পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হন, এবং ভাগ্যবান্ জগন্নাথদেবের পূজা ও দর্শনাদি করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন।

হে রাজন্ ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, বিষ্ণুপরায়ণ ও সৎপাত্র জানিয়া এই গুপ্ত পুণ্যক্ষেত্রের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। দেবগণ যাহার পূজা ও দর্শনাভিলাষের জন্য স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আসিয়া আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধ করিয়া যাইতেছেন এই বিষ্ণু ভগবানকে দর্শন করা তোমার অতীব আবশ্যক এবং ঐ স্থানে রোহিণী-কুণ্ড আছে, এই কুণ্ডে স্নান ও মার্জ্জনাদি করিলে, জীবগণ ঘোর পাতক হইতে উদ্ধার হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। রাজা তপস্বীর এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বারংবার উঁহাকে প্রণাম ও পূজাকরতঃ আনন্দসহকারে মনোহর পুষ্পমাল্য ঋষির গলদেশে প্রদান করিলেন, এবং জটাজুটধারী কৃতকর্ম্ম তপস্বী

মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে মহাবিষ্ণু ভক্তবৎসল ভগবান্ নীলমাধব দেবের প্রসাদী মালা ও উহার প্রদত্ত এই উভয়মালা অর্পণ করিলেন। রাজা পরম যত্নে ঐ মালা স্থানান্তরে রাখিলেন। এবং জটাজুটধারী তপস্বীকে কহিলেন, হে প্রভো! এই জগদীশ-ক্ষেত্র কোন্ দিকে আছে, কিরূপে বা নীলমাধব দেবের দর্শন পাইব, তাহা কৃপাপূর্ব্বক বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া তপস্বী কহিলেন, হে রাজন্! এই জগদীশ ক্ষেত্র লবণ সমুদ্রের তীরে উড়িষ্যা দেশে বিরাজিত রহিয়াছে, এই পবিত্রস্থানে ভগবান্ জগন্নাথদেব নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন, এইজন্য এই ক্ষেত্রের নাম পতিতপাবন মহান্ ক্ষেত্র। নারদাদি ঋষিগণ সর্ব্বদা যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মন পবিত্র ও জীবন সফল করিতেছেন। হে রাজন্! এই পুণ্যক্ষেত্রের এক ক্রোশের মধ্যে কল্পতরু বৃক্ষ বিস্তৃতভাবে আছে, উহার পশ্চিমে শবর লোকদিগের নিবাসস্থান, এবং শবরাদি স্থানের মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পথ আছে। ঐ গলি প্রবেশ করিলে নীলমাধব দেবের দর্শন পাওয়া যায়। যে সমস্ত ব্যক্তি এই নীলমাধবকে দর্শন করেন তাঁহারা জীবন্মুক্ত হন। উহাদিগকে পুনর্ব্বার ভবসংসারে গমনাগমন করিবার জন্য কষ্ট পাইতে হয় না অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

হে রাজন্! আপনাকে পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণব জানিয়া বলিতেছি যে আপনি স্বকুটুম্ব সহিত ঐ পরম পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করেন। এই স্থানে আপনার ন্যায়পুণ্যাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ভক্ত বৈষ্ণবের যোগ্য স্থান। আমি আপনার নিকট ধন, জন, মণিমাণিক্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যাভিলাষে আগমন করি নাই কেবল এই জগদীশ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শুনাইতে আসিয়াছি এই সমস্ত কথা

কহিতে কহিতে জটাধারী তপস্বী ঐ সভা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিহ্বলচিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণমণ্ডলীগণ বহু কষ্টে সংজ্ঞালাভ করাইলেন। তখন রাজা কহিলেন, পুরোহিত মহাশয় ও ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীগণ! আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে জটিল তপস্বীর উপদেশে ঐ পরম পবিত্র জগদীশ ক্ষেত্র দর্শন করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইতেছি।

হে পুরোহিত মহাশয়! সত্বর আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন। উক্ত পুণ্যক্ষেত্র দর্শন না পাইলে আমার কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে না এবং আমার সম্পূর্ণ আশা হইতেছে, এই কার্য্য আপনা হইতে অনায়াসে সম্পন্ন হইবে।

ইহা শুনিয়া পুরোহিত মহাশয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন! কিরূপে এই পবিত্র তীর্থ লাভ হইবে তাহার উপায় বলিতেছি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতি দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ শোধন বিষয়ে সম্পূর্ণ পারদর্শী আমি তাহাকে উক্ত পবিত্র তীর্থে প্রেরণকরতঃ শোধন করিয়া লইলেই তবে ঐ স্থানে বাস করিবেন এবং ঐ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলদায়ক পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিষ্ণু ভগবানকে দর্শনকরতঃ জীবন সার্থক করিব! রাজা পুরোহিতের এই সমস্ত কথা শুনিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং উহাকে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি পরম পণ্ডিত ও দেশ ভ্রমণ বিষয়ে অতি সুচতুর জানিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে আমার উপর দয়া করিয়া উড়িষ্যাদেশে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীনীলমাধব

দেবের আবাসস্থান শোধনকরতঃ ঐ পবিত্র জগন্নাথ ক্ষেত্রের বিবরণ আমাকে শ্রবণ করাইবেন। ইহা কহিয়া রাজা গদ্গদ বচনে বিনয় সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহা দেখিয়া বিদ্যাপতি রাজাকে বহু উপদেশ দ্বারা ধৈর্য্যাবলম্বন করাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! আমি আপনার আজ্ঞা শীঘ্র পালন করিব। সত্বর এই সমাচার আপনি প্রাপ্ত হইবেন। আজ আমি আপনার প্রসাদে ধন্য হইলাম। যে বিষ্ণু নীলমাধব দেবের দর্শনাভিলাষে স্বর্গ হইতে দেবগণ পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যে আগমন করেন আজ সেই জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি এই চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক হইবে। এইরূপে রাজাকে বিদায় করিয়া বিদ্যাপতি ঈশ্বর দর্শনাভিলাষে উৎসুক হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। এবং কতকদূর যাইতে যাইতে মহানদী পার হইয়া শবর নামক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে বিষ্ণু ভগবানের পরম ভক্ত বিশ্বাবসু নামক শবর বাস করিতেছিলেন। সহসা বিদ্যাপতিকে এই নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজবর! সহসা কোন্ স্থান হইতে আগমন? এই ভয়ানক জঙ্গলে কি নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছেন; আপনার নাম কি? বিশ্বাবসুর এই সুমধুর বাক্যে বিদ্যাপতি কহিলেন, হে বিপ্র! আমি অবন্তীকাপুরের রাজ পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম বিদ্যাপতি; মহারাজ নীলমাধব দেবের তীর্থস্থান শোধনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের মহারাজার ইচ্ছা যে তিনি সসৈন্য, সপরিবারে এই ক্ষেত্রে বাস করেন। হে বিপ্র! এই জন্যই আমি আগমন করিয়াছি; অতএব নীলমাধব দেবের মন্দিরে যাইবার সুগম পথ আমাকে দেখাইয়া দিন।

ইহা শুনিয়া বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে কহিলেন, হে বিপ্রবর! এক্ষণে আপনি আমার আশ্রমে অবস্থান করিয়া রাত্রিযাপন করুন। বিদ্যাপতি কহিলেন, আমি জগৎপতি জগদীশ্বর, দীনবন্ধু, ভগবান্ নীলমাধবের দর্শন না করিয়া বিশ্রাম বা আহারাদি করিব না কৃতসংকল্প করিয়াছি। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া শীঘ্র ভগবান্ দর্শনের উপায় বলিয়া দিন।

বিদ্যাপতি ঈশ্বর দর্শনে উৎসুক ও আগ্রহ দেখিয়া বিশ্বাবসু উঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী অপ্রশস্ত পথে প্রবেশ করিলেন এবং রোহিণীকুণ্ডে স্নান করাইয়া বাঞ্ছাবটের আলিঙ্গন করাইলেন এবং নীলবর্ণ স্বর্ণকান্তি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিত জগদাত্মা, বিষ্ণু, নীলমাধব দেবের দর্শন করিয়া পরমানন্দে সচ্চিদানন্দ ভগবানকে কহিতে লাগিলেন হে দেব দেবেশ! আপনি জগদাত্মা জগদাধার দেবগণের অচিন্তনীয় এই পবিত্র ক্ষেত্রে পূর্ণব্রহ্ম জগন্নাথরূপে বিরাজমান করিতেছেন; আপনাকে কোটী কোটী প্রণাম করি। আপনার মহিমা ও গুণকীর্ত্তন জগৎমাতা জগদম্বা, গণেশ ও মহেশ প্রভৃতি দেবগণ পর্য্যন্ত করিতে অসমর্থ; এক্ষণে আপনার দর্শন ও স্পর্শনে জীবন সার্থক ও পবিত্র হইল। প্রভো! অধমের প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসু এইরূপে ভগবানকে স্তবকরতঃ আনন্দে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন তৎপরে বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে কহিলেন হে দ্বিজবর! রাত্রি অধিক হইতেছে অরণ্যের পথ রাত্রিকালে ভয়ানক ভয়, সুতরাং এস্থান হইতে প্রস্থান করুন। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাপতি কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি অদ্য রাত্রি এই স্থানে বিশ্রাম করিব আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করুন,

পুনর্ব্বার বিশ্বাবসু বলিলেন, হে বিপ্রবর! আপনি এরূপ কথা কেন কহিতেছেন; এই সমস্ত পুণ্যক্ষেত্রই ভগবান্ নীলমাধবের এই স্থানে অবস্থান করাও যে ফল আশ্রমে থাকাও সেই ফল এখানে রাত্রিতে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুগণ হিংসা করিতে পারে, এ নিমিত্ত রাত্রিকালে কেহই এখানে অবস্থান করিতে সাহস করেন না। এইরূপে বিদ্যাপতি ও বিশ্বাবসু উভয়ে জগদীশ্বরের নির্ম্মাল্য (প্রসাদ) ভক্ষণ করিলেন এবং আনন্দ-সহকারে বিদ্যাপতি কহিলেন, হে মিত্রবর! ভগবান্ নীলমাধব দেবের প্রসাদ কোন্ ব্যক্তি কিরূপে সমর্থন করেন। ইহা শুনিয়া বিশ্বাবসু কহিলেন, হে মিত্র দ্বিজবর! ভগবানের দর্শনের জন্য অমর (দেবতাগণ) প্রত্যহ রাত্রিকালে আগমন করিয়া উত্তম উত্তম সামগ্রী দ্বারা ঈশ্বরের পূজা ও ভোগ দেন; সুতরাং এই প্রসাদ প্রাতঃকালে আমরা প্রাপ্ত হই, ইহা দ্বারা আমরা আপনার জীবন নির্ব্বাহ ও অতিথি সৎকারাদি ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকি। সুতজীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া ঋষিগণ বলিলেন, হে মুনিবর! পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে আমারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু ইহার অগ্রে বিদ্যাপতি বিশ্বাবসুকে কি বলিয়াছিলেন এবং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কিরূপে এস্থানে বাস করিবেন ও কি প্রকারে ভগবান্ নীলমাধব দেবের দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন ইহা সবিস্তার আমাদিগকে বর্ণনা করুন।

সুতজী কহিলেন, হে ঋষিগণ! বিশ্বাবসুর এই সমস্ত কথা শুনিয়া, বিদ্যাপতি আনন্দে মগ্ন হইয়া বিশ্বাবসুকে ভগবান্ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মিত্রবর! যেখানে অবস্থান করিলে জীবগণ ভগবান্ নীলমাধব দর্শনে মোক্ষ পাইয়া ভগবান স্বরূপ হইয়া যায় সেই পবিত্র ক্ষেত্রে আপনি সর্ব্বদা বাস করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন।

ওহে দেব দেবেশ দেব প্রশংসনীয়, আমি সম্পূর্ণ কাম, মোক্ষ, লোভ ও মোহাদিরহিত সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, আজ আপনার দর্শনে আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ সকল নষ্ট হইয়া জীবন সফল হইল। এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যে আমরা রাজ-সমভিব্যবহারে এই পুণ্যক্ষেত্রে বাসকরতঃ ভগবান্ নীলমাধব দেবের সেবা ও আপনার দর্শন করিতে পারি।

ইহা শুনিয়া বিশ্বাবসু বলিবেন, হে মিত্রবর! আপনার কোন চিন্তা নাই। নিশ্চয় জানিবেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বকুটুম্ব সহিত এই পবিত্র পুণ্যক্ষেত্রে বাসকরতঃ মহাযাগযজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বর নীলমাধব দেবের মূর্ত্তিকাষ্ঠ (দারু) প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ভগবানের মাহাত্ম্য বাড়াইবেন। পূরাকালে এই সকল বৃত্তান্ত ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছিলেন; অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাদিগের রাজার অভীষ্ট সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে এবং আপনাদিগের যশঃকীর্ত্তি চিরকাল প্রকাশ থাকিবে। হে মিত্র! রাত্রি অনেক হইয়াছে আপনি বিশ্রাম করুন আমিও প্রস্থান করি, ইহা কহিয়া বিশ্বাবসু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে বিদ্যাপতি ভগবান্ নীলমাধব দেবকে ধ্যান করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাদেবী বিদ্যাপতির উপর আবির্ভাব হইয়াছেন, এমত সময়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ নীলমাধব দেব নিদ্রিত বিদ্যা-পতিকে স্বপ্ন দিতেছেন। হে বিপ্রবর! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, শীঘ্র তুমি রাজাকে সমভিব্যবহারে লইয়া আইস, রাজার আগমন হইলেই তোমাদের কামনা পূর্ণ হইবে; ইহা কহিয়া ভগবান্ রাজার নিমিত্ত এক ছড়া পুষ্পমাল্য বিদ্যাপতির হস্তে প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। বিদ্যাপতির এই সুন্দর আশ্চর্য্যজনক স্বপ্ন দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঐ সময়

আপন মিত্র বিশ্বাবসুকে আহ্বান করিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলেন, ইহা শুনিয়া বিশ্বাবসু চমৎকৃত হইয়া উহাকে ও রাজাকে বহু ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে মিত্র! তুমি অবিলম্বে মহারাজের নিকট গমন কর এবং ভগবানের স্বপ্নরূপী প্রত্যাদেশ শ্রবণ করাইয়া উঁহাকে আনয়ন কর।

বিদ্যাপতি মিত্রের বচনে বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। বিদ্যাপতির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা আনন্দিত মনে উহার নিকট গমন করিলেন এবং বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎকরতঃ সমাদরে উহাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও দিব্য আসন প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্রবর। আপনি ভগবান্ নীলমাধব দেবের দর্শন পাইয়াছেন বা ঐ পবিত্র ক্ষেত্র কিরূপ দেখিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে আমাকে বর্ণনা করুন।

বিদ্যাপতি কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার যশঃকীর্ত্তি ও পুণ্যের প্রভাবে ঐ ক্ষেত্রে পঁহুছিয়া জটিল তপস্বীর কথানুসারে ভগবান্ নীলমাধব দেবের দর্শন পাইয়াছি এবং আমার নবীন মিত্র বিশ্বাবসুর সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে ফল পাইয়াছি, এক্ষণে ঐ ক্ষেত্রের বিবরণ বিস্তারিতরূপে কহিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

হে মহারাজ! আপনার জটিল মুনির কথানুসারে বৃহৎ বৃহৎ দুর্গম অরণ্যে পর্ব্বত, নদী, খাল, বিল পার হইয়া ঐ মহানদীর দক্ষিণে সমুদ্রতীরে যাইয়া শ্রীক্ষেত্রে ভগবান্ নীলমাধব দেবের স্থান দেখিতে পাইলাম। ঐ দুর্গম অরণ্যে পথ দেখিতে পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভগবান্ নীলমাধব দেবের কৃপায় এক সৎপথগামী ভগবান্ চরণানুরাগী পরোপকারী বিশ্বাবসু নামক দ্বিজকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহার কৃপায় এ দুর্গম পর্ব্বত ও পথ

সকল সহজে পার হইয়া ভগবানের দর্শনাদি লাভ করতঃ নিশ্চিন্ত-মনে শয়ন করিয়া আছি এমন সময়ে ত্রিতাপহারী ভগবান্ নীলমাধব দেব এই মাল্য আপনাকে সমর্পণপূর্ব্বক প্রত্যাদেশ করিলেন, হে বিপ্রবর! তোমাদিগের মহারাজকে (ইন্দ্রদ্যুম্ন) এই স্থানে আনয়ন কর, ইহা কহিয়া লুক্কায়িত হইলেন। এই আশ্চর্য্য স্বপ্নবিবরণ আমার মিত্রকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলাম। বিদ্যাপতির এই সমস্ত কথা শুনিয়া, মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন; হে দ্বিজবর! অদ্য আপনি আমাকে কৃতার্থ করিলেন; অদ্যাবধি আপনার এই প্রীতিজনক গুণানুবাদ আজন্ম পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিল। আপনার অনুগ্রহে আজ আমার সম্পূর্ণরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইল। ইহা কহিয়া ঈশ্বর প্রদত্ত মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক রাজা আপন ভাগ্যদেবীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এই আনন্দে সভাস্থ ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ, এমন সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি নারদ সহসা রাজসভায় আগমন করিলেন। রাজা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দন! আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল। অদ্য দাসের পরম সৌভাগ্য, নতুবা আমি, ত্রিকালজ্ঞ মহাজ্ঞানী মহর্ষির দর্শন কিরূপে পাইব। হে মহর্ষে! আমাকে এরূপ জ্ঞান-উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা শুনিয়া মহর্ষি নারদ সন্তুষ্টচিত্তে রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি পরম ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে জ্ঞানের সাধনার জন্য মুক্তি ও সাধকের উপায় বলিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর, এই উপদেশে তোমার মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ হইবেক। উড়িষ্যা দেশে সমুদ্রতীরে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর মহা-বিষ্ণু নীলমাধব দেবের স্থান আছে, যাঁহার দর্শনে প্রাণিগণ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনার ন্যায় ধীর বীর, নীতিনিপুণ ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করিলে ঐ তীর্থ অধিক ফলপ্রদ হইবে। এই উপদেশ বাক্য পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন। সূতজী কহিলেন, হে মুনিগণ! জটিলমুনির কথা, বিদ্যাপতির সমাচার ও মহর্ষি নারদের উপদেশ লইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সসৈনিক, কুটুম্ব, পরিবারবর্গ, অমাত্যগণ, প্রজাগণ, হস্তি, অশ্ব প্রভৃতি জন্তু-গণ ও তাবৎ বস্তু সকল লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

রাজাজ্ঞা শুনিয়া মন্ত্রী আনন্দিত মনে ভগবান্ মহর্ষি নারদ ও কুলদেবতা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া সসৈন্যে রাজ সমভিব্যাহারে অবন্তীকা (উজ্জয়িনী) পুরী হইতে বহির্গত হইলেন।

কয়েকদিন ভজনানন্দ হইতে যাইতে যাইতে সন্ধ্যাকালে মহা-নদীর সুরম্য তীরে উপস্থিত হইলেন এবং নদী পার হইয়া ঐ স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক মহর্ষি, নারদের নিকট যাইয়া কহিলেন, হে দেবর্ষে! ইহাকে কোন্ নদী বলে। ইহার নাম কি? কোন্ মহাত্মা ইহাকে মর্ত্ত্যে আনি-য়াছে ইহার বৃত্তান্ত আমাদিগকে বর্ণনা করুন। হে গুরুদেব! ইহা শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া নারদ মুনি কহিলেন হে রাজন্। ভরতবর্ষের পশ্চিমদিকে বিন্ধ্যাচল নামে এক পর্ব্বত আছে, বহুদিন পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ঐ পর্ব্বতের উপর বিষ্ণু ভগবানের চরণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহার চরণ-কমল হইতে, একটী নদী উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বদিকে গমনকরতঃ মহানদী নামে খ্যাত হইয়াছে এই নদীর মাহাত্ম্য ভাগীরথী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। এই নদী শ্রীক্ষেত্রে (জগন্নাথ-পুরী) চক্রতীর্থে

মিলিত হইয়াছে। এই তীর্থে স্নান করিলে জীবগণের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক এক আম্রকাননে শিব দর্শন ও পূজা করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব-সুধা মাহাত্ম্য দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন, হে সূতবর! মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আম্র-কাননে কি করিলেন, পুনর্ব্বার কোন্ স্থানে যাত্রা করিলেন, তাহা আমাদিগকে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া সূতজী বলিলেন, হে মুনিগণ! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আম্রকাননে প্রবেশকরতঃ শঙ্খ ঘণ্টাদির শব্দ শুনিতে পাইয়া মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবর্ষে! এই স্থানের নাম কি, কোন্ মহাত্মা এই দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং এই বিশাল শিবরূপী হরিহর মূর্ত্তি কিরূপে হইলেন, ইহার বিবরণ শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।

ইহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ কহিলেন, হে রাজন্! একদা কৈলাসপতি মহাদেব, কাশীধাম হইতে শ্রীক্ষেত্রে নীলমাধব দেবের দর্শনাভিলাষে আসিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন সময়ে এই রমণীয় সুন্দর কানন দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, কৈলাসপতি মহাদেব ভগবান্ নীলমাধবের ধ্যান করিয়া এই স্থানে তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ নীলমাধব দেব শঙ্করের এই ঘোর তপস্যা দেখিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৈলাসপতি মহাদেব! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন, তাহা

কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ব্যক্ত করুন। ইহা শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন, হে ভক্তবৎসল বৈকুণ্ঠস্বামী জগৎচিন্তামণি ভগবান্! আপনি সকলের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত থাকিয়া আমাকে কেন পরীক্ষা করিতেছেন, হে অন্তর্যামী জগদীশ! এক্ষণে আমার অভিলাষানুযায়ী বর প্রদান করুন। ইহা শুনিয়া ভগবান্ নীলমাধবদেব কহিলেন, হে ত্রিভুবন স্বামী কৈলাসপতি মহাদেব! অদ্য হইতে এই ভয়ানক নিবিড় অরণ্যে তোমার নাম খ্যাত হইল, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গদেহে সতত বিরাজিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বাসনা পূর্ণ করিব। ইহা কহিয়া ভগবান্ নীলধ্বজ অন্তর্দ্ধান হইলেন। হে মহারাজ! সেই অবধি এই স্থান ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যে সময়ে ভগবান্ রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে রামেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রুদ্ররূপী হনুমানকে সমস্ত তীর্থের জল আনিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, পবন নন্দন হনুমান সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করতঃ পরিশেষে এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং এই বিশাল শিবরূপী হরিহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঐ তীর্থ জল হইতে একবিন্দু লইয়া শঙ্করের মস্তকে প্রদান করিবামাত্র এই সুবিস্তীর্ণ সর্ব্বপাপনাশক পতিতপাবন সরোবর উৎপন্ন হইল, এজন্য এই সরোবরে স্নান করিলে সর্ব্ব তীর্থের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই লিঙ্গ দর্শন করিলে সমস্ত লিঙ্গ দর্শনের ফললাভ হয়।

হে রাজন! এই কৈলাসপতি শঙ্করের পূজা করিয়া অদ্য এই স্থানে বিশ্রাম করিতে হয়। দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপরিবারে অমাত্য, প্রজা ও সৈন্যগণ সহিত ষোড়শোপচারে সদাশিবের পূজাদিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃস্নানাদি করতঃ কৈলাসপতি ভুবনেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া নীলাচল পর্ব্বতে

সমীপে ভার্গবী নদীতীরে কপোতেশ্বর বা বিল্বেশ্বর বালুকাময় পৃথিবীতে সসৈন্যে স্বকুটুম্ব সহিত উপনীত হইলেন, এবং কপোতে-শ্বর ও বিল্বেশ্বরের উৎপত্তির কারণ দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, নারদঋষি কহিলেন, হে রাজন! পুরাকালে দ্বাপরযুগে বিষ্ণু ভগবান্ পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য (যদুবংশীয়) বসুদেবের ঔরসে দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়দিগের সহিত এস্থানে আসিয়া-ছিলেন, প্রত্যাগমন সময়ে রাক্ষসগণ শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের উপর মহা দৌরাত্ম আরম্ভ করায় ভগবান্ এই বিল্ববৃক্ষের নিম্নদেশে শিব স্থাপনাপূর্ব্বক উহার নিকট হইতে বর লইয়া রাক্ষসদিগকে ধ্বংশ করিয়াছিলেন, এজন্য এই স্থানের নাম বিল্বেশ্বর; এক্ষণে কপোতেশ্বরের ঐতিহাসিক কৌতুক ব্যাপার শ্রবণ করহ।

একদা কৈলাসপতি মহাদেব কাশীধাম হইতে ভগবান নীল-মাধবের দর্শনাভিলাষে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ ভগবানের দর্শন না পাইয়া কৈলাসেশ্বর এই স্থানে ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন; এবং তপস্যা করিতে করিতে সুন্দর পারাবতের ন্যায় আকার ধারণ করিলেন। শঙ্করের এইরূপ কঠোর তপস্যা দেখিয়া বিষ্ণু ভগবান্ সন্তুষ্টচিত্তে দর্শন দিলেন, সেই অবধি এই লিঙ্গের নাম কপোতেশ্বর হইল।

হে রাজন! অদ্য আপনি এই লিঙ্গার্চ্চনাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপন করুন। এই উভয় লিঙ্গ জীবের কামনা পূর্ণ করিয়া ইচ্ছামত ফলপ্রদান করেন, রাজা মহর্ষি নারদের নিকট এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া রাজ্যে সমস্ত ব্যক্তিগণ ও স্বপরিবার সহিত বিধিমতে লিঙ্গার্চ্চনাপূর্ব্বক ভগবান্ নীলমাধব দেবের দর্শন অভিলাষে বর প্রার্থনা করিলেন।

স্তুতজী কহিলেন, হে ঋষিগণ! দেবর্ষি নারদের বচনে রাজা সমস্ত কার্য্য সমাপন করিলেন এবং এই স্থান হইতে প্রত্যাগমনের সময় রাজার বাম চক্ষু নৃত্য করিতে লাগিল; রাজার এই অশুভ লক্ষণ দেখিয়া মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবর্ষে অদ্য কেন অশুভ লক্ষণ দেখিতেছি, আমার কি কোন কার্যে ক্রটী (অপরাধ) হইয়াছে, আপনি ত্রিকালজ্ঞ সমস্ত অবগত আছেন। কিঙ্করের প্রতি দয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া দেবর্ষি কহিলেন, হে রাজন্! অদ্য তোমার একটী সন্তান উৎপন্ন হইবে এজন্য নীলমাধব দেবের দর্শন পাইবে না। এই স্থানস্থিত ভগবান্ শঙ্কর আপনার প্রেরিত বিপ্রবরকে স্বরূপ দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন সেই দিন হইতে এই স্থানের স্বর্ণ বালুকা পীতবর্ণ হইয়াছে।

স্তুতজী কহিলেন, হে শৌনকাদি ঋষিগণ। দেবর্ষি নারদের কথা শুনিয়া রাজা বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন, রাজাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমস্ত লোক হাহাকার করিয়া রাজার নিকট আসিল এবং শোকাকুলচিত্তে ব্যগ্র হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবর্ষি সকল লোককে ধৈর্য্য করিয়া রাজার সংজ্ঞালাভের জন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টায় রাজার সংজ্ঞালাভ হইল, তখন দেবর্ষির চরণ ধরিয়া বলিলেন, হে ঋষি-রাজ! ইহা আমার কোন্ জন্মের মহাপাতকের ফল, কিরূপে এই পাপ হইতে মুক্ত হইব, কৃপাপূর্ব্বক ইহা বর্ণনা করুন, নতুবা আমার স্বপরিবার ও প্রজা বর্গ সহিত পুত্রগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে আজ্ঞা দিন, উহারা নিজরাজ্যে গমনপূর্ব্বক রাজ্যরক্ষা করুক, আমি ঈশ্বরের দর্শন ব্যতীত যাইব না, হায়! এই হতভাগ্যের জন্য ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন, অতএব এ জীবন ভগবান্ পদে

সমর্পণ করিব স্থির করিয়াছি; ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন। দেবর্ষি নারদ বহু প্রকারে চৈতন্যলাভ করাইয়া কহিলেন হে রাজন্! তুমি ধীর, বীর, জ্ঞানী হইয়া ক্ষুদ্র মানবের ন্যায় কেন কাতর হইতেছেন, তোমার উপর ভগবানের বড়ই অনুগ্রহ, এই কথা বলিতে বলিতে পাতালদেশে সুন্দর গম্ভীর-রূপধারী ভগবান্ নৃসিংহদেবের মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া মহর্ষি নারদ রাজাকে বলিলেন, হে মহারাজ! সম্মুখে এই পরম পবিত্র আনন্দজনক বিশাল-লোচন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৈত্য-বিনাশক ভগবান নৃসিংহদেব বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার দর্শনে অজ্ঞান তিমির নষ্ট হইয়া জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত বিষ্ণু ভগবানের দর্শনলাভ না হয়, সেই অবধি এই নৃসিংহদেবের পূজায় নিযুক্ত থাক, এবং ইহার সম্মুখে যে বিশাল বৃক্ষ দেখা যাইতেছে, এই বৃক্ষ সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপী হইয়া সুশোভিত রহিয়াছে, যাঁহার ক্রোশব্যাপী ছায়াতে গমন করিতে করিতে প্রাণীগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, হে রাজন্! আপনি এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবান্ নৃসিংহদেব ও কল্প-বৃক্ষের পূজায় নিযুক্ত থাকুন, ইহারা উভয়ে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। এই বৃক্ষের পশ্চিমে ও নৃসিংহদেব উত্তরে ভগবান্ নীলমাধব দেবের আবাস স্থান যে স্থান হইতে ভগবান্ অন্তর্হিত হইয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছেন; শ্বেতদ্বীপ ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রিয় স্থান। এই স্থান হইতে ভগবান্ নীলমাধবদেব তোমার উপর কৃপা করিয়া দারুময়রূপে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণকরতঃ এইস্থানে অনেক প্রকার ভোগ বিলাশ করিবেন।

সুতজী বলিলেন, হে ঋষিগণ! নারদ মুনির এই সমস্ত কথা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুরূপী ভগবান্ নৃসিংহদেবের বিবিধরূপে

পূজাকরতঃ স্তব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সহসা দৈববাণী হইল, হে মহারাজ! সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন অতএব ঋষি যাহা বলিবেন ব্রহ্মাজ্ঞানকরতঃ স্থির বিশ্বাস রাখিবে, তাহা হইলে এই স্থানে অবশ্য তোমার ঈশ্বর দর্শন হইবে। হে মহারাজ! তুমি দেবর্ষির কথানুযায়ী কার্য্য কর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মনোহর গম্ভীরবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং বারম্বার দেবর্ষির চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

সুতজী কহিলেন, হে নৈমিষারণ্য বাসিগণ! তখন নারদ ঋষি রাজাকে বলিলেন, হে রাজন! পুরাকালে জগৎ পিতা ব্রহ্মার স্থাপিত নীলকণ্ঠ নামক মহাদেব আছেন, চলুন আমরা সকলে সেই স্থানে কিছুদিন বাস করি, সেই পবিত্র স্থান সম্পূর্ণ বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, ইহা শুনিয়া রাজা স্বপরিবারে মহর্ষি নারদের সহিত তথায় গমন করিলেন, এবং বিবিধ প্রকারে ভগবান্ নীলকণ্ঠদেবের পূজা করিতে লাগিলেন এইরূপে পাঁচদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। দেবর্ষি নারদের আজ্ঞানুসারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা এক বিশাল মন্দির প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, ইহাতে দৈত্যদলন-কারক, ভক্তপ্রতিপালক, সম্পূর্ণ অবিদ্যানাশক ভগবান্ নৃসিংহ-দেবের প্রতিষ্ঠা হইবে।

সুতজী বলিলেন, হে ঋষিগণ! এইরূপে জ্ঞানগুণসম্পন্ন পরম ধার্ম্মিক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাসমারোহে ভগবান্ নৃসিংহ-দেবের প্রতিষ্ঠাকরতঃ দেবর্ষি নারদের সহিত ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন, এইরূপে স্তব সমাপ্ত হইলে রাজা মহর্ষি নারদের আজ্ঞানুসারে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের সামগ্রী থাকিতে পারে এরূপ একটী বৃহদাকার যজ্ঞশালা প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন, এবং

অতি অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত যজ্ঞশালা প্রস্তুত হইল দেখিয়া রাজা দেবর্ষির আজ্ঞানুসারে যজ্ঞারম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন, এইরূপ মহান্ যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অসীম যশলাভ ও মহা তেজঃপুঞ্জ হইলেন।

পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সপ্তরাত্র দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপ সপ্ত রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ভক্তবৎসল ক্ষীরোদশায়ী শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু ভগবান্ বনমালায় সুশোভিত হইয়া আদ্যাশক্তি লক্ষ্মীর সহিত পরম সুন্দর মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণসিংহাসনে আসীন হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের দৃষ্টিপথে আগমন করিলেন। উঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভগবান্ হলধর সহস্র ফণাধারী সর্প যাঁহাকে ছত্র ধরিয়া রহিয়াছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নবৎ এই আশ্চর্য্যরূপ মাধুরী দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন; এবং এই জ্ঞান-বৈরাগ্যবর্দ্ধক দেবতা ও ঋষিগণ সংপূজ্য ভগবানকে স্বপ্নবৎ দেখিয়া পরমানন্দে ভাগ্যদেবীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; এবং যজ্ঞ সফল বুঝিয়া বারংবার এই মূর্ত্তিত্রয় ধ্যান করিতে লাগিলেন।

সুতজী বলিলেন, হে বিপ্রবর! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মানন্দন নারদের নিকট বিস্তারিতরূপে এই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। দেবর্ষি নারদ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া বলিলেন, হে রাজন্! তুমি পূর্ণমনোরথ হইলে; কল্য প্রাতঃকালে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে দারুময় ভগবানকে দর্শন পাইবে। ইহা শুনিয়া রাজা আনন্দিত মনে শতসহস্রবার দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সুতজী বলিলেন, হে বিপ্রগণ! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহর্ষি নারদের আজ্ঞানুসারে অতি প্রত্যুষে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঁহার নিকট গমন করিলেন, দেবর্ষি রাজাকে সমভিব্যাহারে

লইয়া সমুদ্রতটের নিকট পৌঁছিলেন, পূর্ব্বদিনের স্বপ্নে রাজা যাহা দেখিয়াছিলেন, অদ্য মহর্ষির বাক্যানুসারে স্বচক্ষে স্বরূপ বিষ্ণু ভগবানকে দর্শনকরতঃ আনন্দিতমনে দেবর্ষি নারদকে দেখাইতে লাগিলেন।

তখন ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বগতি-সম্পন্ন দেবতা-স্বরূপ নারদ-ঋষি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হে রাজন্! তুমি অতীব ভাগ্যবান্ কেন না কল্য স্বপ্নযোগে যে শ্বেতদ্বীপবাসী বিষ্ণু-ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলে সেই দেবারাধ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ তোমার ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ হইয়া দর্শন দিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

সুতজী বলিলেন, হে ঋষি! পুনর্ব্বার দেবর্ষি নারদের আজ্ঞানুসারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞাবশিষ্ট ব্রাহ্মণভোজনাদি কার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞেশ্বর ভগবানকে প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি করিয়া নারদ-ঋষিকে বলিলেন, হে প্রভো! ঈশ্বরের দারুময়মূর্ত্তি কি প্রকারে প্রস্তুত হইবে। ইহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। তখন নারদমুনি কহিলেন, হে পৃথ্বীরাজ! ভগবানের সহস্র প্রকার মূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে তুমি কোন্ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ইহা আমি কিরূপে বলিব। দেবর্ষির এই সমস্ত কথা হইতে না হইতেই সহসা আকাশবাণী হইল, হে রাজন্! তুমি বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ হইয়া প্রকাশ্যে দেবর্ষির নিকট এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে; হে, পৃথ্বীরাজ! এই মহাবেদীতে পতিতপাবন জগৎপিতা ভগবান্ স্বইচ্ছায় অবতীর্ণ হইবেন, তুমি পঞ্চদশ দিবস এই বেদি রুদ্ধ করিয়া ইহার বাহিরে উৎসবাদি কার্য্য কর, যখন তোমার দৃষ্টিপথে অতি লম্বমান, অস্ত্রশস্ত্রধারী ব্যক্তি পতিত হইবে তখন উহাকে এই বেদীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ-করতঃ পনর দিবস পর্য্যন্ত বাহিরে রহিবে এবং এই বেদীর চারি-

ধারে অনবরত নানাবিধ বাদ্য-বাজনাদি বাজাইতে থাকিবে, যেন প্রতিমা গঠনের শব্দ কেহ শুনিতে না পায়; এই প্রতিমা গঠনের শব্দ শুনিলে বা দর্শন করিলে রাজার অত্যন্ত অমঙ্গল ও সম্পূর্ণ নরকগামী হইতে হইবে; এবং আপনা হইতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি উৎপাত আরম্ভ হইবে। এই নিমিত্ত সাবধান হইয়া নিয়মানুসারে কার্য্য কর। এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বড় বড় দ্বারপালদিগকে শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী, দুন্দুভি ইত্যাদি বাদ্য-বাজনাদি দিলেন। বাজনার ভীষণ নাদে (শব্দে) সমস্ত নগর কোলাহল পূর্ণ হইল। এমত সময়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ এক বৃহদাকার লম্ববান্ পুরুষরূপ ধারণকরতঃ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে আসিলেন। রাজা দৈববাণীর কথানুযায়ী ঈদৃশ দীর্ঘাকার পুরুষকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

ইতি শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব-সুধা মাহাত্ম্য তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে সুতজী মহারাজ! পুনর্ব্বার রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কি করিলেন তাহার সমস্ত বিবরণ আমাদিগকে বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া সুত গোস্বামী বলিলেন হে ঋষিগণ! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দৈববাণীর কথানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিলেন এবং সুন্দর সুন্দর সুগন্ধযুক্ত নানাবিধ পুষ্প ও জাহ্নবী জলসিক্ত প্রস্ফুটিত পদ্ম সকল ঐ স্থানে বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মন্দিরের বহির্ভাগে অনবরত গীত বাদ্য ও ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন, বেদ-পাঠাদি প্রভৃতি হইতে লাগিল। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে সুদর্শন হস্তে ভগবান্ বলভদ্র আদি শক্তিসম্পন্না সুভদ্রার সহিত দারুময়রূপে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞবেদীতে প্রকাশিত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ এই

ব্যাপার দেখিবার জন্য স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। এক্ষণে ভগবানকে দারুময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া দেবগণ আপনাপন আসনে উপবেশনকরতঃ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবর্ষি নারদ ও রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবানের বহু প্রকার স্তব করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং দেবগণ আপনাপন মনবাঞ্ছিত বর পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

সূত গোস্বামী বলিলেন, হে ঋষিগণ! তখন দেবর্ষি, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বহু পণ্ডিতগণ ও গুণিগণ সমভিব্যাহারে লইয়া ভগবানের উপাসনার জন্য অনেক প্রকার স্তোত্র ও পাঠাদি রচনা করিয়া বিবিধ প্রকারে ঈশ্বরের পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! তুমি অতীব ভাগ্যবান্ নচেৎ স্বয়ংবিষ্ণু ভগবান্ তোমার নিমিত্ত এই স্থানে দারুময়রূপে প্রকাশিত হইবেন কেন? অদ্য হইতে তুমি এই মর জগতের যাবতীয় প্রাণিগণের স্বর্গের সোপান হইবে। তোমার তপস্যাবলে পাপী, তাপী, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক সমস্ত জীবগণ এই দেবোরাধ্য জগৎপূজ্য, বিষ্ণু-ভগবানকে দর্শন করিয়া অনায়াসে মোক্ষলাভ করিবে। হে রাজন্! তুমি এই কল্পবৃক্ষের সম্মুখে ভগবানের জন্য একটী বৃহদাকার পরম সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করিয়া পিতা ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক এই দারুময় বিষ্ণু ভগবানকে স্থাপন-করতঃ মর জগতে প্রকাশ করিতে রহ। এই ঈশ্বরের ভোগ বিলাসের জন্য স্নানাগার ও ভোজনাগার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া দেবর্ষি নারদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্ম্মা ও অপরাপর কারিগরগণকে ডাকাইয়া একটী বিশাল পরম সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করিতে আজ্ঞাদিলেন। রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া

কারিগরগণ আনন্দমনে পরম উৎসাহে বিশেষ যত্নসহকারে অতি সুরম্য মন্দির প্রস্তুত করিতে লাগিল। অতি অল্পদিনমধ্যে অলৌকিক কারুকার্য্যসম্পন্ন দেব প্রশংসনীয় পরম সুন্দর অতি বিশাল চতুর্দ্বারবিশিষ্ট মন্দির ও ইহার মধ্যে ঈশ্বরের ভোগবিলাসের জন্য সুরম্য ভোজনাগার পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল।

ইহা কহিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেবগণকে আসিবার জন্য অনুমতি দিলেন। তখন দুর্ব্বাসা ঋষি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যথাবিধি বিধানে দেবগণের পূজা ও প্রণিপাতপূর্ব্বক অনুমতি গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, হে রাজন্! তুমি শীঘ্র স্বস্থানে গমন করতঃ মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আয়োজন কর; আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। প্রজাপতি ব্রহ্মার এইরূপ মধুর-বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ঈশ্বরেচ্ছায় সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে; কেবল আপনার যাইবার অপেক্ষা করিতেছি; ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে কহিলেন হে রাজন্! এ সময়ের মধ্যে তোমার রাজ্য-দেশ, সৈন্যসামন্ত, আমাত্যবর্গ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তি ও তাবৎ বস্তু সকল নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অদ্যাবধি তোমার রাজ্যে অনেক রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছে কেন না, এক মন্বন্তর অতিবাহিত হইয়াছে, হে রাজন্! ঐ স্থানে কেবল ভগবানের মূর্ত্তি ও মন্দির ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্নই নাই। অতএব তুমি শঙ্খনিধি, পদ্মনিধি ও নারদমুনিকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত কর; ইহার পশ্চাৎ আমি যাইতেছি। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার এই সকল কথা শুনিয়া মুনিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রজাপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলাভিমুখে (শ্রীক্ষেত্র) জগন্নাথ পুরী গমন করিলেন।

ইতি শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্বসুধা মাহাত্ম্য চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সুত গোস্বামী! তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণ ও মুনিগণ সমভিব্যহারে আসিয়া কি করিলেন, এই সমস্ত বিবরণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে বর্ণনা করুন।

ইহা শুনিয়া সুত গোস্বামী বলিলেন হে ঋষিগণ! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ইন্দ্রাদি দেবগণ ও নারদাদি মুনিগণের সহিত প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন কেবলমাত্র ঐ বিশাল মন্দিরে বিষ্ণু-ভগবানের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে ইহার চারিপার্শ্বে রক্ষকগণ বিচরণ করিতেছেন তখন রাজা ভগবানের ঐ স্বরূপ দারুময় মূর্ত্তির সূক্ষ্ম-রূপে পূজাদিপূর্ব্বক নানা প্রকার স্তবপাঠ করতঃ রক্ষকগণকে কহিলেন, কোন্ মহাত্মা এই বিশাল মন্দির প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রক্ষকগণ ও ভগবানের সেবায়েৎ ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, হে রাজন্! এই দেশে গালব নামক এক রাজা এই বিশাল জীর্ণ মন্দির নূতনরূপে প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে স্থাপন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক ভগবানকে উত্তোলন-করতঃ মন্দিরের পশ্চিম বহির্ভাগে আনিয়া রাখিলেন। রক্ষক-গণ এই ব্যাপার দেখিয়া অবিলম্বে বৈতরণী তটবাসী রাজা গালবের নিকট গমন করিয়া কহিল, হে রাজন্! বৈদেশিক একজন রাজা আসিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত ভগবানের মূর্ত্তি উত্তোলন পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে বহির্ভাগে উঠাইয়া রাখিয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া সসৈন্যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং ঐ পুণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও নারদ-ঋষিকে দেখিয়া বিনয়সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবর্ষে! ইন্দ্রাদি দেবতা-

গণ কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং কোন্ ব্যক্তি ভগবানের মূর্ত্তি ভিতর হইতে বাহিরে রাখিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ গালবের এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি তোমাকে ইহার বিবরণ কহিতেছি তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। মালব দেশের অবন্তিকাধিপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এই পুণ্যতীর্থ সংশোধন করিয়া ঈশ্বরেচ্ছায়-যাগযজ্ঞ দ্বারায় ভগবান্ নীলমাধব দেবের দারুময় মূর্ত্তি এই বিশাল মন্দির প্রস্তুত করতঃ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত সংকল্প করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তথায় প্রজাপতি ব্রহ্মার সহিত কথা-প্রসঙ্গে এক মন্বন্তর অতিবাহিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কত শত রাজার রাজত্ব ও কত শত নূতন কার্য্য হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাদিগকে সমভিব্যাহারে রাজা ইন্দ্র-দ্যুম্নকে প্রেরণ করতঃ অনুমতি করিয়াছেন যে, পুনর্ব্বার তুমি নীলাচল পর্ব্বতে গমন করিয়া ভগবানের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন কর, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি, কোনও সময়ে প্রজাপতি ভগবানের নিকট এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অদ্য তাঁহার মানস পূর্ণ হইবে। দেবর্ষি নারদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া রাজা গালব লজ্জিত হইয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে সমস্ত রাজ্য-প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবর্ষি নারদের আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার মন্দিরের সংস্কার করতঃ ভগবানের প্রতি-ষ্ঠার নিমিত্ত যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন এবং নানা প্রকার কারুকার্য্য শোভিত মণি-মাণিক্য-খচিত তিনখানি রথ প্রস্তুত করাইলেন ও সুন্দর সুন্দর অশ্ব সকল নানা আবরণে সজ্জিত করতঃ ভগবানের পনরাগমন একান্তমনে স্তব করিতে লাগি-

লেন। ইহা দেখিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা, সালঙ্কৃতা সাবিত্রী ও সরস্বতীদেবীকে সঙ্গে লইয়া মণি-মাণিক্যখচিত কারুকার্য্য শোভিত স্বর্ণমণ্ডিত রত্নসিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিলেন। সভাস্থ যাবতীয় দেব মানব প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান্ হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া প্রজাপতি সুমধুর বচনে সাধারণকে সন্তোষ করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ পিতাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণকরতঃ আয়োজিত দ্রব্যাদি ও বিস্তৃত স্থান সকল দেখাই-লেন। প্রজাপতি এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া রাজার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজন! তোমার কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কোন বস্তুর অভাব রাখ নাই। ইহা কহিয়া প্রজাপতি নারদাদি মুনিগণকে সঙ্গে লইয়া পরব্রহ্ম ভগবান্ বলভদ্র ও মহাভক্তি-সম্পন্না সুভদ্রাদেবীর সহিত রথে উত্তোলনপূর্ব্বক পরমানন্দে বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সামবেদ দ্বারা ভগবানের ঋক্, যজু, অথর্ব্ব বেদ দ্বারা বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের স্তব করিতে করিতে রথারোহণে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং পরম সুন্দর মণি-মাণিক্যখচিত মনোহর রত্নবেদীতে বলভদ্র, সুভদ্রা পরিশেষে ভগবান্ জগন্নাথদেব ও উঁহার পার্শ্বে সুদর্শন চক্র স্থাপিত করিয়া বিবিধ বিধানে পূজা এবং মহাভিষেকাদিপূর্ব্বক সহস্রবার বিষ্ণুর মহামন্ত্র জপ করিলেন। এইরূপে প্রজাপতির জপ সমাপ্ত হইলে ভগবান্ নৃসিংহদেব স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আপনার পতিতপাবন দুষ্টদমন ত্রিতাপহরণ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ভয়ানক মূর্ত্তিধারণ করিলেন, যাহা দর্শনে লোক ভীত হইয়া পলায়ন করে। ইহা দেখিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগ-

বান্ নৃসিংহদেব স্বরূপ মূর্ত্তির গুণানুবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন তখন উঁহারা ভগবান্ নৃসিংহদেবের পূজা করতঃ স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব-সুধা মাহাত্ম্য পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রজাপতি কহিলেন, হে প্রভো! আপনি জগতাধার পরব্রহ্ম, সৃষ্টিস্থিতির আদিপুরুষ, আপনার প্রশ্বাস বায়ুর দ্বারা ওঁ তৎসৎ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা চতুর্ব্বেদে পরিগণিত। প্রথম সংসারের উৎপত্তি, দ্বিতীয় পালন ইহার কণামাত্র অংশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আমরা এই কার্য্যের অধিকারী হইয়াছি আপনি অভেদ্য, অচিন্তনীয়, সচ্চিদানন্দ, বেদান্ত স্বরূপ। যাবতীয় প্রাণি-গণ আপনার অপার মায়ায় আবদ্ধ আছে। অধিকন্তু ইন্দ্রাদি-দেবগণ পর্য্যন্ত এই অনন্ত মহিমা বর্ণনে অক্ষম। ইহার কোটি কোটি প্রমাণ অসীম জগতে প্রতীয়মান রহিয়াছে। সুত গোস্বামী কহিলেন, হে মুনিগণ! এইরূপে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিবিধ বিধানে মহাবিষ্ণু ভগবান্ জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা ও স্তবাদি-পূর্ব্বক কোটি কোটি প্রণামকরতঃ বলিলেন, হে ভক্তবৎ-সল ভগবান্! আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, এক্ষণে ভক্তগণের ত্রাণ ও সন্তোষের জন্য স্বরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অভয় বরপ্রদান করুন।

হে লীলাময়! আপনার অপার মহিমা আপনি অবগত আছেন। আমরা আপনার সংসাররূপ মায়ায় দিবারাত্র আবদ্ধ রহিয়াছি।

সুতজী বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! এইরূপে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ... ভগবান্ জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বৈশাখ শুক্ল

অষ্টমী তিথি গুরুবারে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে ঐ স্থানের অধিপতি করিলেন রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিলে ভগবান্ জগন্নাথদেব ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি আমার নিমিত্ত রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়া বহু কষ্টভোগ করিয়াছ এবং আমার জন্য অতীব বিশাল পরম সুন্দর দেবপ্রশংসনীয় পবিত্র মন্দির প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছ ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। রাজা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে ভগবান্! আপনার কৃপায় আমার সকল আশা পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে শ্রীচরণে নিবেদন এই যে জন্মজন্মান্তরে যেন ঐ রাজীবচরণে অধমের অবিচলভক্তি বিরাজিত থাকে। ভগবান্ পরমানন্দে তথাস্তু বলিয়া বরপ্রদান করিলেন এবং কহিলেন, অদ্য হইতে ব্রহ্মার দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমি এই মূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। এক্ষণে তুমি আমার পূজার সুবন্দোবস্ত করিতে যত্নবান হও। যাহাতে যশঃকীর্ত্তি এই অনন্তজগতে প্রচারিত হয় এই মহান্ যজ্ঞ জ্যৈষ্ঠ শুক্ল পৌর্ণিমাসিতে দেবর্ষি নারদের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছ। কিন্তু আমার জন্মদিন স্থির হয় নাই।

যদ্যপি আমার জন্ম মৃত্যু নাই (অনাদি) তথাপি জ্যৈষ্ঠ শুক্ল পূর্ণিমা তিথিতে আমার স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক পূজাকরতঃ পঞ্চদশ দিবস মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। কেহ যেন পনর দিন পর্য্যন্ত আমার দর্শন করিতে না পায়। যদি কেহ ইহার মধ্যে দর্শন করে, তাহাকে নরকগামী হইতে হইবে। আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়া তিথি পুষ্যা নক্ষত্রে আমার রথযাত্রা ও আষাঢ় শুক্ল একাদশী তিথিতে শয়ন এবং শ্রাবণ শুক্ল পৌর্ণমাসিতে আমার ঝুলোৎসব ও ভাদ্র শুক্ল একাদশীতে পার্শ্ব-

পরিবর্ত্তন এবং কার্ত্তিক শুক্ল একাদশী তিথিতে আমার উত্থান ও মার্গশীর্ষ শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠীতে নূতন বস্ত্রাভরণ পরিধানপূর্ব্বক শৃঙ্গার, পৌষমাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে আমার পুষ্পাভিষেক ও উত্তরায়ণ মকর সংক্রান্তিতে মহোৎসব করিয়া ফাল্গুন শুক্ল পৌর্ণমাসিতে আমার দোলযাত্রা করিবে; এবং চৈত্রমাসে শুক্ল চতুর্দ্দশীতে দমকাপূর্ণ ও বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে চন্দনযাত্রা অর্থাৎ আমার সর্ব্ব শরীরে সুগন্ধযুক্ত চন্দন লেপনকরতঃ জলসিক্ত করিবে। এইরূপে বারমাসে বার উৎসব করিবে। এই নিমিত্ত আমার প্রতিরূপ একাদশ মূর্ত্তি প্রদান করিতেছি। তুমি যত্ন-পূর্ব্বক স্থাপন কর। পরিশেষে আমি স্বয়ং রথযাত্রা তিথিতে বেদী হইতে উঠিয়া সপ্তদিবস ভ্রমণ করতঃ গুড়িচা যাত্রা করিব। ইহা কহিয়া ভগবান্ নিস্তব্ধ হইলেন।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবানের এই সমস্ত কথা শুনিয়া একাদশ মন্দির করতঃ ঐ একাদশ মুর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বরের একাদশ যাত্রার নিমিত্ত পৃথক পৃথক স্থান করিয়া দিলেন। প্রতি-বৎসর বিধিবৎ ভগবানের গমনাগমন হইতে লাগিল, এবং রথ-যাত্রার নিমিত্ত নানাবিধ মণি মাণিক্যজড়িত কারুকার্য্য শোভিত পরম সুন্দর রথ প্রস্তুত করিয়া মহাবিষ্ণু ভগবান্, সুভদ্রা ও বল-ভদ্রকে, স্থাপনকরতঃ রাজা নগরবাসী প্রজাগণ সৈন্যগণ ও পরিজন সমভিব্যাহারে পরমানন্দে মহাসমারোহে বাদ্য-গীতাদি দ্বারা ভগবানের রথযাত্রা মহোৎসব করিলেন। তাঁহার দর্শনাভিলাষে মুনি, ঋষি, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও হরিভক্ত মানবগণ পর্য্যন্ত আসিতে লাগিলেন। সুত গোস্বামী বলিলেন, হে মুনিগণ! রাজা ইন্দ্র-দ্যুম্নের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ রাজাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ

করতঃ বিষ্ণু ভগবান্, বলভদ্র ও সুভদ্রার চরণস্পর্শ করিয়া জয়-ধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব-সুধা মাহাত্ম্য ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

সুত গোস্বামী বলিলেন, হে ঋষিগণ! দারুময় ভগবান্ নীল-মাধব দেবের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলাম। এক্ষণে উহার দর্শন করিবার বিধি বলিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। প্রথম মার্কণ্ড তীর্থে (পুষ্করিণীতে) স্নান করিয়া মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব দর্শনপূর্ব্বক ভগবানের মন্দির শিখাস্থ নীলচক্রকে নমস্কার করতঃ অক্ষয়বটকে বেষ্টন করিয়া বিঘ্ননাশক সিদ্ধিদাতা গণেশকে দর্শনকরতঃ বটেশ্বর, (বটকৃষ্ণ) মঙ্গলাদেবী ক্ষেত্রপাল, নৃসিংহদেব, বিমলাদেবী, পাতালে-শ্বর, তৎপর ভুবনেশ্বর মহাদেবের দর্শন ও পূজা করিয়া ঈশা-নেশ্বর, গরুড় ও ভগবানের দ্বারপাল জয় ও বিজয়ের দর্শন ও পূজা-করতঃ উহাদিগের নিকট হইতে ভগবান্ দর্শনের প্রার্থনা করিয়া পরমপবিত্রা ত্রিতাপহারিণী মহাশক্তিসম্পন্না লক্ষ্মীদেবীর পূজা ও দর্শনাদি করিয়া পরিশেষে সুদর্শনচক্র সহিত শ্রীভগবান্, বলভদ্র সুভদ্রা ও বিষ্ণু জগন্নাথ দেবের পূজা দর্শনাদিপূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। হে মুনিগণ! এইরূপে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে এক এক পদে এক এক অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়, অতএব নিজস্বার্থ ও জগৎবাসী ব্যক্তিগণের পরমোপকারের নিমিত্ত আপনা-দিগকে কহিতেছি।

ইতি শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব-সুধা মাহাত্ম্য সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

এইরূপ নিত্য দেবতাগণের দর্শন ও ভগবানের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া তিন রাত্র এই পবিত্র পুণ্য তীর্থে বাসকরতঃ তীর্থ-

রাজ সমুদ্রের দর্শন, স্নান, যজ্ঞপুর, জনকপুর প্রভৃতি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করাইয়া সমুদ্রতটে পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্নকরতঃ শ্বেতগঙ্গায়, আপনাপন পাপধ্বংস মানসে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্নান ও মার্জ্জনাদিপূর্ব্বক শ্বেতমাধব, উগ্রসেন, হনুমানজীর দর্শনকরতঃ তীর্থরাজ সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা ও সঙ্কল্পাদি করিয়া, লোকনাথ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, নীলকণ্ঠ, যমেশ্বর, কপালমোচন প্রভৃতি দেবগণের পূজা ও দর্শনাদিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। হে মুনিগণ! যে ব্যক্তি পঞ্চমী তিথিতে তীর্থ দর্শন ও পর্য্যটন করিবেন, তাঁহার বহু গোদান জন্য পুণ্য এবং বাজপের যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে যাঁহারা মহাবিষ্ণু ভগবান্ দারুময় ব্রহ্মের নির্ম্মাল্য ও মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিবেন, উঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া বুদ্ধি নির্ম্মল শরীর পবিত্র এবং নিরোগ হয়। হে মুনিগণ! এই প্রসাদ দেব দুর্ল্লভ অপ্রাপ্য। যদি এই পবিত্র মহাপ্রসাদ শূদ্রেও স্পর্শ করে, তথাপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিবর্ণে এবং গৃহস্থ ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বাণপ্রস্থী এই চারি আশ্রমে যত্নসহকারে গৃহীত হয়। ইহা ভক্ষণ করিলে সমস্ত যজ্ঞ ও তীর্থাদি দর্শনের ফল প্রাপ্ত হয়। মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র কোন তর্ক বিতর্ক না করিয়া ঐ মূহূর্ত্তে ভক্ষণ করিবে। এই মহাপ্রসাদ গ্রহণে দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব ও পিতৃপুরুষ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হন। হে মুনিগণ! এই মহাপ্রসাদ কখন অগ্রাহ্য করিবেন না। ইহা বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুগণের উচ্ছিষ্ট হইলেও গ্রহণ করিতে বাধা নাই, দেবগণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই মহাপ্রসাদের অনন্তমহিমা কে বলিতে পারে। হে মুনিগণ! এই পবিত্র দেব-দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ ভক্ষণ ও এই পবিত্র তীর্থের মাহাত্ম্য যিনি গৃহে বসিয়া পাঠকিম্বা শ্রবণ করিবেন তাঁহার অন্তিমে বৈকুণ্ঠে স্থান হইবে। ঋষিগণ এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে সুত গোস্বামীর পূজাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। এদিকে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সমস্ত কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেবর্ষি নারদের সহিত স্বশরীরে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব-সুধা মাহাত্ম্য অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।